সার সংগ্রহ

শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

২য় সংস্করণ
আনন্দাব্দ-১৯১
১৪২৯ বাংলা

সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
ভোলাচং, নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

প্রকাশনায়: প্রকাশনা কমিটি
সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশন
প্রধান কার্য্যালয়: ভোলাচং,
নবীনগর, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া।

[সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত]

ভূমিকা

অনেক দিন পূর্ব্বে পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রী শ্রী কর্ত্তা মহারাজ আমাকে প্রথমতঃ রামায়ণ তারপর মহাভারত তৎপর গীতা ও ভাগবত পাঠ করিতে আদেশ করেন। তাঁহার আদেশ মত আমি কয়েক বৎসর রোজ রোজ এ সকল গ্রন্থ যথাসাধ্য পাঠ করিতে থাকি। অবশেষে তিনি আমাকে মহাপুরুষদের জীবন চরিত পাঠ করিয়া সারমর্ম্ম লিখিয়া রাখিতে আদেশ দেন। শ্রীগুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কতিপয় সাধক মহাজনের জীবন চরিত পাঠ করিয়া যাহা সারকথা পাইয়াছিলাম তাহা বিভিন্ন খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখি। অনেক দিন গত হইলে ঐসব খাতাগুলি জীর্ণশীর্ণ হইয়া পড়ে সুতরাং বিভিন্ন খাতায় লিখিত সারকথাগুলি, কিছু দিন পূর্ব্বে একত্রে লিখিয়া লইলাম। এতদ্‌সঙ্গে আরও কয়েকটি মহাজন বাক্য ইহাতে সন্নিবেশিত করিলাম।

ধর্ম্মের চরম সত্য ও নানা উপদেশ পূর্ণ এসব লিখিত বিবরণ পাঠ করিয়া মিশন কর্তৃপক্ষ ও কতিপয় ধর্ম্মবন্ধু আমাকে উহা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন। অতঃপর শ্রীগুরু কেন আমাকে মহাপুরুষের জীবন চরিত পাঠ করিয়া তাহা লিখিয়া রাখিতে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা ভাবিতে লাগিলাম। অবশেষে অন্তরের সহিত বুঝিতে পারিলাম তাঁহার ইচ্ছাতেই এসব ধর্ম্ম বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিলে ধর্ম্মার্থীদের উপকার হইতে পারে। ধর্ম্মতত্ত্ব, ধর্ম্মোপদেশ এবং শাস্ত্রীয় প্রবচন ইত্যাদি এই পুস্তকের বিষয় বস্তু। এজন্য এ পুস্তকের নাম "সার সংগ্রহ" রাখা হইল।

ধর্ম্মার্থীগণ এ পুস্তকখানা সাদরে গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। পরিশেষে জানাইতেছি যে এই পুস্তকের স্বত স্বামিত্ব সর্ব্ব ধর্ম্ম মিশনের রহিল।

নিবেদক–
শ্রী কামিনী কুমার দত্ত মজুমদার

সার সংগ্রহ

গুরু তত্ত্ব

ওঁ অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ন গুরোরধিকং তত্ত্বং ন গুরোরধিকং তপঃ
তত্ত্ব জ্ঞানাৎপরং নাস্তি তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

মন্নাথ শ্রীজগন্নাথো মদ্ গুরু শ্রীজগদ্ গুরু
মমাত্মা সর্ব্ব ভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

ধ্যান মূলং গুরু মূর্ত্তি পূজামূলং গুরুপদম্
মন্ত্রমূলং গুরু বাক্যং মোক্ষমূলং গুরু কৃপা।

১। গুরু ৩ প্রকার :- (ক) মানুষ গুরু, (খ) মন্ত্র গুরু ও (গ) ঈশ্বর গুরু।

২। ভ্রমিতে ভ্রমিতে মন যথায় গিয়া রয়্
সেই সে পরম গুরু জানিবে নিশ্চয়।

৩। ভগবান যখন মূর্ত্ত ভক্তি হয়ে নরাকারে ধরায় নেমে আসেন তিনিই ভক্ত হন এবং যখন তিনি মূর্ত্ত গুরু হয়ে জগতে আবির্ভূত হন তখনই তিনি শ্রীগুরু। এজন্য ভক্ত এবং ভগবান উভয়ই ভগবানের লীলা বিভূতি। এজন্য শাস্ত্রকার বলেন, "ভক্তপদারবিন্দ ভিক্ষু"।

৪। অবৃজিন– যিনি নিষ্পাপ, অকামহত– যিনি কেবল জীবের হিত চিন্তা করেন আর যিনি তাহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন তিনিই গুরুপদ বাচ্য।

৫। কুলগুরু অর্থ পৈতৃক গুরু নহে। তন্ত্রে আছে– যিনি সাধন দ্বারা অন্তর্নিহিত কুল কুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত করিয়াছেন তাহাকে কুলগুরু বলে।

৬। শক্তি সঞ্চার তিন প্রকারের হইতে পারে– দৃষ্টি, স্পর্শ ও ধ্যান দ্বারা। মৎস্য ডিম পাড়ে এবং সর্ব্বদা দৃষ্টিতে রাখে। দৃষ্টি শক্তি বলেই ডিম ফুটে– **দৃষ্টি**। পক্ষী ডিম পেড়ে তাপ দেয় এতেই ডিম ফুটে– **স্পর্শ**। কচ্ছপ ডিম পেড়ে মাটী চাপা দিয়ে দূরে চলে যায়। প্রবল চিন্তা করে এতেই ডিম ফুটে– **ধ্যান**।

৭। দীক্ষা– (ক) গয়ার আকাশ গঙ্গার পাহাড়ে নানক পন্থী এক মহাত্মার নিকট বিজয়কৃষ্ণ প্রভু যোগধর্ম্মে দীক্ষিত হন। (খ) শাক্যসিংহ প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট দীক্ষিত হন। ৬ বৎসর কঠোর সাধন করিয়াও শক্তি জাগ্রত হয় নাই। পরে বোধিদ্রুম তলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বসায় এবং তীব্র ব্যাকুলতার দরুণ তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিলেন। (গ) ব্যাপ্‌টিস্ট জনের নিকট মহাত্মা যিশু দীক্ষা নেন এবং

এবং মুক্তি লাভ করেন। (ঘ) শ্রীচৈতন্য গয়াধামে ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত হন এবং চৈতন্য প্রাপ্ত হন।

৮। শ্রীভগবানই সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরু শিষ্য করেন না। তিনি গুরু করেন। শিষ্যের ভিতরে নিজের দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহারই সেবা পূজা করেন। শিষ্যের দেহ তাহার মন্দির। দেব মন্দিরে কোন অনাচার হইলে সেবক যেমন মলিন হন তদ্রুপ শিষ্যের কোন দুর্দ্দশা দেখিলে গুরু তেমনি নিজেরই সেবা পূজার ত্রুটি হইয়াছে মনে করে মলিন হন। সদ্‌গুরুর প্রদত্ত নাম– নাম নয়, অক্ষর নয় বা শব্দ নয়, ইহা ভগবানের অনন্ত শক্তি। দীক্ষা গ্রহণ-মাত্রেন নরো নারায়ণঃ ভবেৎ।

৯। গুরু বাক্য নির্ব্বিচারে প্রতিপালন করিবে। শত বাধা বিঘ্নের মধ্যেও আপনার কর্ত্তব্য রক্ষা করিতে হইবে। এ বিষয়ে বজ্রের মত কঠিন ও কুসুমের মত কোমল হইতে হয়। পাহাড় সম্মুখে পড়িলেও টলিবে না। নিজের কর্তব্যে দৃঢ়তা থাকিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবও কিছু করিতে পারে না। স্বয়ং ভগবানও বিরোধিতা করিলে টিকিবে না। ইষ্ট নিষ্ঠা প্রবল হইলে ভবনদী পার হইতে কোন বিঘ্ন হইতে পারে না।

১০। প্রজ্জ্বলিত দীপ ও জাগ্রত মহাপুরুষ। দীপ যদি প্রজ্জ্বলিত থাকে তবে সহস্র দীপ জ্বালা যায়। তৈল, তৈলধার সলিতা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও অগ্নি সংযোগ না হইলে দীপ জ্বলে না। অগ্নি সর্ব্বত্র ইহা বলিলে দীপ জ্বলে না। যে উপায়ে জ্বলে তাহা না করিলে দীপ জ্বলিতে পারে না। মহাপুরুষের দ্বারা শক্তি সঞ্চারও সেইরূপ। অগ্নি সর্ব্বত্র থাকে কিন্তু সেই অগ্নিকে কেহ ধরিতে পারে না। কাজও হয় না।

আগুনের আবশ্যক হইলে যেখানে অগ্নি জ্বলছে যেমন– বাতি, ধুনী, চুল্লী সেখান থেকে আগুন নিয়ে কাজ সারে। সেই প্রকার ভগবান সর্ব্বত্র থাকিলেও কেউ তাহাকে ধরিতে পারে না।

১১। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎশক্তির প্রকাশ দেখে তথায় পূজা করিতে হয়। গুরু মানুষ নহেন। মায়ারূপী হরি। গুরুই ভগবান। গুরু পূজাই ঈশ্বরের পূজা। সময় হইলেই গুরু শিষ্য পরস্পরকে জানিতে পারেন ও স্থিরভাবে একে অন্যের সহিত মিলিত হইয়া যান। গুরুর যোগ উপস্থিত না হইলে মনের আকর্ষণ তাহার উপর পতিত হয় না ও তাহাকে আমরা জানিতে পারি না। শেষ তত্ত্বের উদয় হইলেই তোমার জন্য যিনি গুরু তিনি দেখা দিবেন ও জন্মের মত চিরদিনের নিমিত্ত তোমার হৃদয় জুড়িয়া বসিবেন।

১২। গুরু কৃপাই পরম সাধনা।
গুরু শিষ্যে ভেদ নাই। অনেক পুণ্য ফলে গুরু তত্ত্ব উপস্থিত হয়।

১৩। যতদিন তুমি শিশু, নিজের ভাল মন্দ বুঝ না ততদিন শ্রীগুরুর চরণ তলে বসিয়া পরমার্থ বিদ্যার সাধন করিবে। অধিকার জন্মিলে গুরুই তোমাকে স্বীয় হৃদয়যোগে কার্য্য করিতে উপদেশ দিবেন। চিরদিন তাহার উপরে ভক্তি ও বিশ্বাস রাখিবে।

১৪। তোমাদের মধ্যে আমিই শক্তি সঞ্চার করিবার নিমিত্ত চিরদিন ব্যস্ত আছি। তোমরা এক জনের মধ্যে কর্তৃত্ব রাখিয়া কার্য্য করিবে। আমিই তাহাতে কর্ত্তৃত্বারোপ করিয়াছি।

১৫। তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিন তত্ত্ব দর্শিনঃ।

প্রণিপাত, সশ্রদ্ধ জিজ্ঞাসা ও সেবা দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী (গুরু) তোমাকে সেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন।

১৬। শক্তি সঞ্চার– ঈশ্বরের শক্তি সকলের মধ্যেই আছে। কোন মহাপুরুষ নিজের প্রবল শক্তি দ্বারা সেই শক্তিকেই (কুল কুণ্ডলিনী) জাগরিত করিয়া দেওয়াকেই শক্তি সঞ্চার বলে। এই শক্তি নিদ্রিত অবস্থায় থাকে। শক্তি সঞ্চার করিয়া জাগরিত করিলেও পুনরায় নিদ্রা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করে। যাহারা শ্বাসে প্রশ্বাসে তাহাকে ঘুমাইতে না দেয় তাহাদের শক্তি বেশ খেলিতে থাকে।

সাধন-প্রণালী

১। নাসিকা রন্ধ্রদ্বয় হইতে নির্গত বায়ু যে স্থানে লয় হয় সেই স্থানে মনকে স্থাপিত করিয়া ঈশ্বর চিন্তা করিবে।

২। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি তিন সাধনের বশে
ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে।
অর্থাৎ জ্ঞান সাধন দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব, যোগ সাধন দ্বারা পরমাত্ম তত্ত্ব ও ভক্তি সাধন দ্বারা ভগবত তত্ত্ব লাভ হয়।

৩। সাধনার পূর্ব্বে নিম্ন লিখিত প্রার্থনা করিবে– **“দয়াময় তুমি আমাদিগকে যে ভীষণ কার্য্যে ব্রতী করিয়াছ তাহা আমরা সম্পন্ন করিতে অক্ষম। তোমার কৃপা ব্যতীত আমরা কিছুতেই এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিব না। আমাদের আত্মা, মন সমস্তই তোমার পদে অর্পণ করিলাম, তুমি গ্রহণ কর। তোমার কার্য্য তুমি সম্পন্ন কর। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।”**

৪। দিবা নিশিচয় তাঁরি ভাবে থাকিতে হয়
যদি দয়া হয় কোন কালে,
নৈলে পাওয়া ভার, লরালরি সার
করঙ্গধারী এক বাউল বলে।

৫। উত্তমোব্রহ্ম সদভাবো ধ্যান ভাবস্থ মধ্যম।
স্তুতির্জপোহধমো ভাবো বাহ্য পূজা ধমাধম।
অর্থাৎ সর্ব্বত্র ব্রহ্ম দর্শন ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ধ্যান মধ্যম, স্তুতি ও জপ অধম এবং বাহ্য পূজা অধমাধম।

৬। বোধন অর্থ সত্য বোধ করা, পুরাকালে সকল পূজার পূর্ব্বে বোধন হইত। এখনও দুর্গা পূজার সময় বোধন হয়। ভগবানকে প্রত্যক্ষ বোধ না করিলে, তাঁহার বাণী না পাইলে, পূর্ব্বে পূজাকারীরা পূজা করিতেন না।

৭। সাধকের চারিটি বিচার রোজই করিতে হইবে। প্রথম সাধ্যায় অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, নাম-জপ। দ্বিতীয় সৎসঙ্গ করা। তৃতীয়– আত্ম বিচার। আত্ম প্রশংসায় ভাল লাগে কিনা। যদি ভাল লাগে এবং পরনিন্দায় মন খুশি হয়– অবনতিই বুঝিবে। প্রতিদিন অন্তরের ধর্ম্মভাব হ্রাস না বৃদ্ধি হইতেছে– বিচার করিবে। চতুর্থ– দান। দান শব্দে ঋষিরা দয়া বলিয়াছেন। সর্ব্বজীবে দয়া।

৮। দীক্ষা বীজ বপনের ন্যায়। উপযুক্ত জমিতে সময়মত বীজ বপন করিলে যেমন সুফল ফলে, সেই প্রকার সদ্‌গুরু উপযুক্ত শিষ্যে সময়মত দীক্ষা দেন।

৯। যদ্দ্বারা ভগবানকে লাভ করা যায় তাহাই যোগ। জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে যোগ তাহাকে যোগ বলে। নাম জপ, পূজা, শ্রবণ, কীর্ত্তন যোগের কার্য্য।

১০। নামের নেশাই শ্রেষ্ঠ নেশা। ইষ্ট নাম জপ করিতে করিতে এক প্রকার নেশা হয়। তাহার নিকট ভাং, গাজা, আফিম, সুরা যত প্রকার মাদক দ্রব্য আছে তাহা কিছুই নহে। নামের নেশা ছুটে না।

১১। সাধনে একাগ্রতা চাই। স্মরণ, মনন, নিধিধ্যাসন একাগ্রতা লাভের শ্রেষ্ঠ উপায়। প্রথমে অস্তিত্বে স্মরণ, সর্ব্বকালে স্মরণ, সর্ব্বভূতে স্মরণ, সর্ব্বস্থানে সর্ব্ব ঘটনায় স্মরণ। দ্বিতীয়ে– মনন। অস্তিত্বে বোধ হইলে মন আপনা আপনি সে দিকে যায়। যেমন সর্প রাত্রিতে আলোক দেখিলে দৃষ্টি ফিরাইতে পারে না, তদ্রুপ। তৃতীয়– নিধিধ্যাসন। যেমন– গরু যাবর কাটে। স্মরণ মননে যাহা পাইয়াছ পুনঃ পুনঃ তাহা ভোগ কর।

১২। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি দ্বারা আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে লাভ করা যায়।

১৩। বৈষ্ণব, বাউল ও অঘোর পন্থীরা মল, মূত্র, মরা মানুষের মাংস ভক্ষণ করে। ইহা সাধনের অবস্থা। যেমন– মাকড়সা আপনার ভিতর হইতে সুতা বাহির করিয়া জাল তৈয়ার করে তেমনি ব্রহ্ম হইতে এই প্রপঞ্চের সৃষ্টি। যখন ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই তখন বিষ্ঠা, মূত্র খাইতে দোষ কি? এরূপ ভাব হইয়াছে কিনা, সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাব হইয়াছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহারা এরূপ করেন। উহা একটি প্রণালী মাত্র।

১৪। নামে অরুচি হইলে ঔষধের মত নামই জপ করিবে। নামে অরুচির ঔষধ নামই।

১৫। চিত্ত স্থির হইলে আত্ম দর্শন, গুরু দর্শন ও দেব দর্শন। নামই মহৌষধ।

১৬। চিত্তের স্থিরতা লাভ করাই ধর্ম্মার্থীর প্রধান ও প্রথম লক্ষ্য। উপাসনা, আরাধনা, ধ্যান, ধারণা, জপ, তপ সমস্ত এই স্থিরতা লাভের উপর নির্ভর করে।

১৭। প্রতিদিন সাধনের সময় একই আসনে, একই গৃহে এক দিকাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিবে এতে চিত্তের স্থিরতা সম্পর্কে উপকার হইবে।

১৮। নাম জপ বেশী হয় না সংখ্যা অনুসারে
হৃদয়ের যোগে জপ সংখ্যাতীত বাড়ে।
গুরু হতে নিয়ে নাম বিশ্বাসে বিনয়ে
'ন দ্রুত ন বিলম্বিত' জপিবে হৃদয়ে।

১৯। প্রকৃত সাধন শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করা। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম করিলে শরীরের পাপ রাশি বিনষ্ট হইয়া যায় এবং ব্রহ্ম দর্শন হয়। নাম করিতে করিতে সম্মুখে একটি আয়নার মত বস্তুর প্রকাশ হয়। তাতে সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড প্রত্যক্ষ হয়। তখন দেহ ব্রহ্মাণ্ডময় হয়।

২০। মন অন্তর্মুখীন না হইলে কিছুই হয় না। মন যদি একান্ত হয় তবে শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম চলিতে থাকে।

২১। একটি পথ আছে তাহাকে যোগ পথ বলে। এ পথে প্রাণায়াম কুম্ভকাদি বেশী। যোগবলে সাধনের মধ্যে তত্ত্বের উন্মেষ হয়, চক্রের পর চক্র প্রকাশিত হয় ও মূলাধারকে বেষ্টন করিয়া যে শক্তি রহিয়াছে

তাহাই ঊর্দ্ধে ভ্রূ-মধ্যে এবং তদূর্দ্ধে সহস্রারে জাগিয়া থাকে। ইহার নাম রাজযোগ, বহু সাধু এ পথে উন্নতি করিয়াছেন। শিব দুর্গার মহিমা এ পথে বেশী শুনা যায়।

২২। যে দিন দয়াময় নাম সত্য স্বরূপে পূর্ণ হইবে অর্থাৎ সাধন বৃদ্ধির সহিত সকল প্রতিকার ইহার মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া যাইবে সেদিন শুধু দয়াময় এই নামেতেই সর্ব্ব প্রতিকার উপস্থিত হইবে। সর্ব্বযোগ পূর্ণ করিতেই এই নাম প্রকাশিত হইয়াছে। সাধন করিলে স্থূল সূক্ষ্ম এবং ইহার অতীত তত্ত্ব দর্শন হইতে থাকে।

২৩। অদ্বৈত বাদই সর্ব্বধর্ম্মের আদর্শ।
ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বম্‌সৃজৎ তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ।
–ইহাই শ্রী আনন্দের আদর্শ প্রকাশক শ্লোক। কিন্তু তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম যেমন স্বীকার করিতেন সগুণ ব্রহ্মেরও অস্তিত্ব মানিতেন। দয়াময় সকল ভাবেই কার্য্য করিতেছেন এবং সকল রূপেই বিরাজিত আছেন। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মে অভেদ ইহাই তাহার অভিমত ছিল।

২৪। কঠোর বৈরাগ্য, প্রকৃত অনুরাগ এবং অজেয় সঙ্কল্প লইয়া সাধনে ব্রতী হইবে।

২৫। দয়াময় যাহাকে কার্য্য দিবেন তাহার জীবন পথ সুগম হয়। তাহার সকল আশা অচিরে পূর্ণ হইয়া থাকে। তাহার সাধন ভজন এক কেন্দ্রে প্রকাশিত হয়। এই কেন্দ্র স্ত্রী পুরুষের যোগ। ইহাকে মধ্যবিন্দু বলা হয়।

২৬। ভোগ বিলাস মধ্যেও সাধন সমন্ধে বিশেষ কোন তত্ত্ব আছে। ইহা না জানাতেই সংসারে অশান্তি বাড়িতেছে। দয়াময় নামেতে প্রেমের অনুসন্ধান কর। নাম ও ঈশ্বর এক।

২৭। মনের শক্তি চক্ষুতে সংলগ্ন হইলে পর অনন্ত দর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়।

২৮। জপের পর ধ্যান আবশ্যক। ধ্যান বলে ঈশ্বর দর্শন হয়।

২৯। সত্যে পৌছিবার তিনটি পথ আছে– জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্ম। সাধন করিতে হইলে তিনেরই প্রয়োজন।

৩০। ধর্ম্মার্থী সাধক দয়াময় নামে কার্য্য করিলে দেখিবেন, অগ্রে কালী নাম, পরে কৃষ্ণ নাম ও শেষে শিব নাম যোগ দিয়া সিদ্ধির ভাব দিতেছে। শিব নামের পর ব্রহ্ম নামের যোগ উপস্থিত হইবে।

৩১। স্ত্রীর সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে জীবনের উন্নতি হইবে। প্রকৃত বিবাহ জীবনে আসিবে, সাধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব ও পরলোক তত্ত্ব চিন্তা করিবে।

৩২। মন একটা বৃত্তি। ইন্দ্রিয়গণের অধিপতি। মনের কার্য্য সঙ্কল্প ও বিকল্প অর্থাৎ কোন বিষয় গ্রহণ এবং ত্যাগ। সর্ব্বদাই এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ে পরিভ্রমণ ইহাই মনের কার্য্য। এই সঙ্কল্প-বিকল্প দূর না হইলে মন স্থির হয় না। মন ইন্দ্রিয়গণকে আকৃষ্ট করিয়া শব্দ,

স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চেন্দ্রিয় কার্য্যের দিকে প্রধাবিত করিতেছে।

৩৩। শ্বাসে প্রশ্বাসে নাম জপই পরম সাধন।

৩৪। মোক্ষের চারিটি দ্বার– শম, বিচার, সন্তোষ, সৎসঙ্গ। শম– যাহাই ঘটুক তাহাতে অধীর না হওয়া। সরলতা ইহা লাভের উপায়। বিচার– সংসারের কোন্ বস্তু নিত্য কোন্‌টি অনিত্য ইত্যাদি বিচার। সন্তোষ– যাহা ঘটে তাতেই খুশি। ঈশ্বর পালন কর্ত্তা ও দাতা এই বিশ্বাস রাখাই সন্তোষ লাভের উপায়– মোক্ষের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ দ্বার- সিংহদ্বার। সৎসঙ্গ– সাধু লাভ। যাহাকে দেখিলে ভগবানের নাম স্মরণ হয়।

৩৫। রাত্রি ১৷৷.টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত সাধনার প্রশস্ত সময়। এই সময় রাত্রি জাগরণ অভ্যাস করা উচিত। মহাপুরুষেরা এ সময় বাহির হন এবং নাম করিবার সময় তাঁহারা কাছে আসেন এবং সাহায্য করেন। রাত্রি ৪টায় এবং বেলা এক প্রহরের পর এক দণ্ড ও সন্ধ্যার সময় প্রকৃত ভজনের সময়।

৩৬। পহেলা প্রহরমে সবকো জাগে
দোসরা প্রহরমে ভোগী
তিসরা প্রহরমে তস্কর জাগে
চৌথা প্রহরমে যোগী।

ভক্তি তত্ত্ব

'সাপরানুরক্তিরীশ্বরে'।– শাণ্ডিল্য সূত্র।
ঈশ্বরে একান্ত অনুরাগকে ভক্তি কহে।

জ্ঞান তত্ত্ব

১। ভ্রাতৃভাব সকলের জন্যই উপস্থিত হইল। পৃথিবীতে আর কেহ নিজের স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া সুখে থাকিতে পারিবে না। কারণ জগতের মধ্যে এখন ষোল আনা কার্য্য সকলের সহিত যোগে উদ্ধার হইবে। ব্যক্তিগত স্বার্থের বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।

২। ধর্ম্ম মূলং হি ভগবান।
সর্ব্ব বেদময়ো হরি।
অর্থাৎ ভগবানই ধর্ম্মের মূল। বেদ প্রভৃতি ধর্ম্ম শাস্ত্রেই সেই ভগবানের কথা রহিয়াছে।

৩। জগত সৃষ্টির মূলে যে শক্তি কার্য্য করিতেছে, যে সত্য সকল নিয়মিত করিতেছে যাহা হইতে সপ্ত লোক আবির্ভূত হইয়াছে, যে শক্তি ইন্দ্রিয় সহ কার্য্য করিতেছে, ঐ শক্তির সহিত সৃষ্ট বস্তুর সম্বন্ধ নির্ণয় করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার প্রয়োজন, অভাব নিরাকরণ। সৃষ্টি ও স্রষ্টা এক হইলে যে সত্য আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় এই সত্য দর্শনই জ্ঞান।

৪। বিশ্বাস–বিশ্বাস–বিশ্বাস
আপনার উপর বিশ্বাস–ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহাই উন্নতি লাভের কারণ।

যদি তোমার আত্ম বিশ্বাস না থাকে তবে তোমার কিছুই হইবে না। নিজের উপর বিশ্বাস সম্পন্ন হও, বীর্য্যবান হও তবেই জীবন্মুক্তি লাভ করিবে।

৫। সাংখ্য মতাবলম্বীরা বলেন তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া জাগতিক বিষয় হইতে বিমুক্ত হইতে পারিলেই জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। ইহাই মোক্ষ। যোগ সাধনা এবং সাংখ্যবাদ উভয়ই সত্য এবং মোক্ষপ্রদ।

৬। পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার সংযোগের উপায় বিধানের নাম যোগ। পতঞ্জলি বলেন, "যোগ চিত্তবৃত্তি নিরোধ" চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নামই যোগ।

৭। সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপং অমৃতং যদ্‌বিভাতি, শান্তং শিবং অদ্বৈতং শুদ্ধং। তিনি সত্য স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্ম, তিনি আনন্দরূপে অমৃতরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনি শান্ত, মঙ্গল, অদ্বিতীয় ও শুদ্ধ।

৮। ওঁ ভূর্ভূবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যোন প্রচোদয়াৎ।
সর্ব্বলোক প্রকাশক, সর্ব্বব্যাপী সেই পূর্ণ মঙ্গল জগত প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তির ধ্যান করি। যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি বৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন।

৯। জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি।
জানাম্য ধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তি।
ত্বয়া হৃষিকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি।
অর্থাৎ ধর্ম্ম কি তাহা আমি জানি তাতে আমার প্রবৃত্তি হইতেছে না। অধর্ম্ম কি তাও আমি জানি তাহা হইতেও আমি নিবৃত্তি হইতে পারিতেছি না। হে হৃষিকেশ তুমি আমার হৃদয়ে থাকিয়া যাহা করাইতেছ আমি তাহাই করিতেছি।

১০। ঘড়ি যেমন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলে, সেরূপ এ জগতও তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন চলিতেছে।

১১। একাগ্রতা শক্তি লাভই রাজযোগের চরম লক্ষ্য। আমাদের শরীরের ভিতরে এমন বস্তু সমুদয় রহিয়াছে যাহার সম্বন্ধে আমাদের আদৌ জ্ঞান নাই। মন জ্ঞানের অতীত হইলেই সমাধি হয়।

১২। ১। মূলাধারে আছে– কুণ্ডলিনী- গুহ্যমূলে
২। স্বাধিষ্ঠান– ৪ দল পদ্ম- লিঙ্গমূলে
৩। মনিপুর– ১০ দল পদ্ম- নাভিমূলে
৪। অনাহত– ১২ দল পদ্ম- হৃদয়মূলে
৫। বিশুদ্ধ– ১৬ দল পদ্ম- কণ্ঠস্থান
৬। দ্বিদল– ২ দল পদ্ম- ভ্রু মধ্যে
৭। সহস্র দল– সহস্র- তালুমূলে (পরম শিবের স্থান)

১৩। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন দৃষ্টে পরাবরে ॥

সেই পরাবর স্বরূপের দর্শনে হৃদয় গ্রন্থি (চিত্তের সর্ব্ববিধ আসক্তি) ভেদ হয়। সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং সর্ব্ববিধ প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ ক্ষয় হয়।

১৪। অষ্ট সিদ্ধি– অনিমা, লঘিমা, গরিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, বশিত্ব, ঈশিত্ব, যত্রকামাব সায়িত্ব।
অনিমা– পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হইবার শক্তি।
লঘিমা– বায়ুর ন্যায় লঘু হইবার শক্তি।
গরিমা– পর্ব্বতের ন্যায় বৃহৎ হইবার ক্ষমতা।
প্রাপ্তি– ইচ্ছামত দূরের জিনিষ নিকটে পাইবার শক্তি।
প্রাকাম্য– যা ইচ্ছা করা যাইবে তাহাই সিদ্ধ হইবে।
বশিত্ব– যে শক্তি দ্বারা সমস্ত বশীভূত করা যায়।
ঈশ্বিত্ব– ঈশ্বরের ন্যায় সমস্ত পদার্থের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা।
যত্রকামাবসায়িত্ব– সত্য সংকল্পতা। এই শক্তি দ্বারা বিষকে অমৃত, মৃতকে জীবিত করা যায়।

১৫। এতে চাংশকলা পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং।
অন্যান্য অবতার সেই ভগবানের অংশ ও কলাস্বরূপ কিন্তু কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান।

১৬। তমেবৈকং জানথ আত্মানং অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও, আর সমস্ত বৃথা বাক্য পরিত্যাগ কর।

১৭। ন প্রজয়া ধনেন ন চেজ্যয়া
ত্যাগেনৈক অমৃতত্ত্বমানশুঃ

সন্তানের দ্বারাও নহে, ধনের দ্বারা ও যজ্ঞের দ্বারাও নহে, একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

১৮। স্বভাবের নামই ধর্ম্ম। স্বভাব মধ্যাত্ত্বমুচ্যতে। যেমন– অগ্নির ধর্ম্ম দাহিকা শক্তি, জলের ধর্ম্ম শীতলতা, সূর্য্যের ধর্ম্ম আলোক ও উত্তাপ প্রদান করা, বৃক্ষের ধর্ম্ম ফল পুষ্প প্রদান করা। সুতরাং অগ্নি, জল, সূর্য্য ও বৃক্ষের ন্যায় মানুষেরও স্বভাব আছে। সেই স্বভাবই মানুষের ধর্ম্ম। মানব আত্মাতেই সমস্ত ভাব নিহিত করিয়া ঈশ্বর মনুষ্যকে সৃজন করেন। শিক্ষা প্রভৃতি নানা প্রকার উপায়ে আত্মা প্রস্ফূটিত হয়। ঈশ্বর প্রীতির জন্য কার্য্য করাই মানুষের স্বভাব। সত্য বলা, পরোপকার করা, ক্ষমা করা, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখা– বিধি। হিংসা, দ্বেষ না করা, অনিষ্ট না করা, চুরি না করা– নিষেধ।

১৯। একদিন কতিপয় ঋষি আসিয়া রাজর্ষি জনককে জিজ্ঞাসা করিলেন মহারাজ, আপনি প্রজা পালন ও যোগসাধন এক সঙ্গে কিরূপে করেন? তিনি বলিলেন, "আমি জানি এই রাজত্ব আমার নহে। যিনি বিশ্ব কর্ত্তা তিনিই সর্ব্বেশ্বর। আমি তাঁহার দাস। আমি আজ্ঞাধীন হইয়া তাঁহার কার্য্য করি। যাহা করাইতেছেন তাহাই করি। তিনি প্রভু আমি দাস। আসক্তি আমার নাই। কম বেশী লাভ লোকসান সবই তাঁর। মনটা সর্ব্বদা তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকে।

২০। প্রকৃত ধার্ম্মিকের লক্ষণ– পর নিন্দা না করা, আত্ম প্রশংসা বিষ তুল্য মনে করা, সুখ-দুঃখে সমভাবে ভগবানকে বিশ্বাস করা, ভক্তি

করা ও আপন মনে করা।

২১। ভগবদগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত– উপনিষদের ভাষ্য স্বরূপ। এমতে সাধন করিলে ঋষিগণের প্রাণের কথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" প্রভৃতি বাক্যের সত্যতা প্রত্যক্ষ করা যায়।

২২। অদ্বৈতবাদ মত নহে। আত্মার এক প্রকার অবস্থা। জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলে তখন জীবাত্মা আপনাকে ভুলিয়া যায়। কেবল ব্রহ্ম সত্ত্বাই দেখে। যেমন অনন্ত সাগরে একটু জল কণা ঢুকিলে নিজের সত্ত্বাই ভুলিয়া যায় তেমন।

২৩। এক পরব্রহ্মের পূজা করিলে সব দেব-দেবীর পূজা হয়ে যায়। যেমন– গাছের গোড়ায় জল দিলে সমস্ত জল পত্রেও যায়।

২৪। গোটী পোকা যেমন কোষ নির্মাণ করিয়া তাতে আবদ্ধ হয়, আত্মাও সেরূপ পঞ্চ কোষের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন। পঞ্চকোষ যথা– অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনোময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ।

২৫। পূর্ণ সিদ্ধ অবস্থা হইলে শরীরের অবস্থা কীরূপ হইবে?
উত্তর ঃ দেহ ব্রহ্মময় হইবে। মন গতিতুল্য গতি হইবে। ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত যোগে কার্য্য করিতে পারিবে। শরীর সর্ব্বতোভাবে আত্মার তুল্য কার্য্য করিবে।

২৬। আজ অবধি মনে রাখ– "যিনি মহারাজা বিশ্বময় প্রজা, জাননারে

মন তুমি পুত্র তাঁর।

২৭। জগত প্রতি মুহূর্তেই উন্নতি লাভ করিতেছে। একদিন হইতে আর একদিন উত্তম।

২৮। সংসারে পিতা-মাতা ভাই-ভগিনী ইত্যাদি লইয়া আনন্দের মেলা। এই আনন্দে যাহার মন ডুবিয়াছে এবং ঈশ্বর জানিয়া প্রেম শিখিয়াছে তিনি দেখিবেন বিষয় অমৃতময় তিনি প্রেম সাগরে নিমগ্ন। মায়ার উচ্ছাসে তিনি মাতোয়ারা নহেন। মায়া তরণী করিয়াই তিনি পরপারে উঠিয়াছেন। মায়ার নাম ঈশ্বর দয়াময়। প্রকৃতির আবরণ উন্মুক্ত হইলে মায়াই মুক্তির সুফল প্রসব করে। মায়ার আরাধনা অবশ্য করিতে হইবে।

২৯। স্বামী স্ত্রী একযোগে দয়াময় নামে ব্রতী না হইলে প্রকৃতি পুরুষ এবং মহাশক্তির ক্ষেত্র অধিকারে আসিতে পারে না। উৎপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় স্ত্রী পুরুষ যোগেতে চলিতেছে। ইহাকে ঈশ্বর নির্দ্দেশ মনে করিবে। যুগল মিলন ঈশ্বরীয় যোগ প্রকাশ করে। সর্ব্বযোগে মিলিত হইলেই মিলন পূর্ণ হয়। তখন দয়াময় নামের কার্য্য আরম্ভ হয়। তখন শুভ্র জ্যোতি নিরাকার সাকার লইয়া কার্য্য বিতরণ করে। অবিনাশী সিদ্ধ যোগ ফুটিয়া উঠে। স্ত্রী পুরুষ এক হইয়া যায়। দয়াময় নামের আদর্শ মূর্ত্তি তখন দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচর হইবে। "আনন্দ ও জয়দুর্গা" শক্তিদ্বয় সর্ব্বতোভাবে তখনই উপাসনার তত্ত্ব খুলিয়া দিবে।

৩০। অদ্বিতীয় ঈশ্বর হইতে সৃষ্ট মনুষ্য কোন ঐশ্বরীক কার্য্যের জন্য পৃথিবীতে জন্ম ধারণ করে। মনুষ্য নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন। মানুষ যাহা করিতেছে সবই পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টের প্রমাণ। ব্যক্তি স্বাধীনতা পৃথিবীতে কাহারো নাই, এমন কি বিধি, বিষ্ণু, শিবও নির্দ্দিষ্ট নিয়মাধীন।

৩১। জগতের যোগ লাভ না করিলে এবং সকলে এক নামে দীক্ষিত না হইলে সাধন পূর্ণ হইবে না। সুতরাং দয়াময় নামই ইহ-পরলোকবাসীর জীবন সিদ্ধির প্রকৃত পথ। এই নামের মহিমা বলে জগতের সকল নরনারী ও দেবতা প্রেমযোগে মিলিত হইয়া চির আনন্দ লাভ করিবে।

৩২। জগতের মঙ্গলার্থে কার্য্য না করিলে কেহই পৃথিবীতে তিষ্ঠিতে পারিবে না। ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা। সুতরাং যত অশান্তির কার্য্য আবশ্যক ছিল তাহা শেষ হইয়া যাইতেছে। অশান্তি শান্তির রাজ্য আনয়ন করে। ধীরে ধীরে পৃথিবীর দুর্দ্দিন বিদূরিত হইবে এবং সুদিনের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে।

৩৩। যেমন যীশুখৃষ্ট তেমন তদীয় শিষ্য পিতর ও পল, যেমন মহম্মদ তেমন আবু বেকর, যেমন গৌতম বুদ্ধ তেমন আনন্দ ও সারীপুত্র, যেমন চৈতন্য তেমন নিত্যানন্দ, যেমন নানক তেমন অঙ্গদ, সকলেই জীবনের অপূর্ব্ব ইতিহাস রাখিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক আসেন জগতের হিতের নিমিত্ত কিন্তু সকলেই অনন্ত ঈশ্বরের অখণ্ড চিদানন্দ সমুদ্রের বিকাশ মাত্র।

৩৪। এক আত্মা সর্ব্বব্যাপী ও আত্মা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই এই কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম কর ও জগতের সেবাতে নিযুক্ত হও তবেই প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ হইবে।

৩৫। জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের মধ্যে সমুদয় সাধন রহিয়াছে। মনের যোগে পৃথক ভাব দৃষ্ট হইতেছে।

৩৬। সাধন পূর্ণ হইলে মানুষের অমরত্ব লাভ হইবে। মৃত মনুষ্য সকল আসিয়া পৃথিবীতে প্রকাশিত হইবে। এজন্য শ্রাদ্ধাদির কোন দরকার নাই।

৩৭। আমরা যাহা ছিলাম আমরা তাহাই হইব। এজন্য আমরা সাধন করিয়া থাকি। ঈশ্বরই আমাদের আদর্শ।

৩৮। শ্রীআনন্দ অদ্বৈতবাদী ছিলেন। তবে প্রচলিত অদ্বৈতবাদের সঙ্গে তাহার একটু পার্থক্য রহিয়াছে। তিনি বলেন জগতের যোগ লাভ না করিলে ও সকলে এক নামে দীক্ষিত না হইলে সাধন পূর্ণ হইবে না। তিনি বলেন কেহই প্রকৃত সিদ্ধির পথ পান নাই। বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ লাভ না করিলে সাধনের কার্য্য শেষ হইতে পারে না।

৩৯। কুণ্ডলিনীকে দয়াময় বলিয়া মনে করিলে আর কোন সংশয় থাকে না।

৪০। শ্রীআনন্দ বলিতেন সকল ধর্ম্মেরই প্রয়োজন আছে। এমন দিন

আসিবে যে দিনে সকলে একপথে দাঁড়াইবে। সকল মত সকল পথ এক দয়াময় নামে মিশিয়া যাইবে। এই নামেই পূর্ণ সফলতা পৃথিবীতে আসিবে।

৪১। প্রথমে কালী সাধন তারপর কৃষ্ণ সাধন, শেষে শিব সাধন আসিয়া পঞ্চ আদর্শ, ৩৬ আদর্শ ও ৩৬ হাজার আর্দশ এবং জগত সাধন পূর্ণ করিবে। সুতরাং দয়াময় নামই সর্ব্বনাম।

৪২। জ্ঞানের চক্ষুতে দেখিতে গেলে জগতকে ঈশ্বর বলা যাইতে পারে। অতএব যাহার মধ্যে জগত দেখিতে পাও তাহাকেই ঈশ্বর বলা যাইতে পারে।

৪৩। দয়াময় নাম সাধন করিলে মানুষ অমর হইবে– জগতের সকল নরনারীর বিশুদ্ধ বিবাহ লীলার অভিনয় হইবে– সকলেই আবার পরলোক হইতে পৃথিবীতে আসিয়া বন্ধু বান্ধবদের শোক নিবারণ করিবে– ও জগতের মধ্যে দয়াময় নামের জয় ঘোষণা করিবে। আরও তিনি বলিতেন দয়াময় নামের বলেই মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা চলিয়া যাইবে। পৃথিবীতে আসিয়া প্রাচীন ঋষি মহর্ষি দেব ও দেবী প্রভেদ ছাড়িয়া নামের মহিমা কীর্ত্তন করিবে।

ব্রহ্ম তত্ত্ব

“পরিপূর্ণমনাদ্যন্তম প্রমেয়মবিক্রিয়ম।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্মনেহনানাস্তি কিঞ্চন॥”

সেই ব্রহ্ম পূর্ণ, আদি অন্ত রহিত, অপ্রমেয়, বিকার বিহীন, এক ও অদ্বিতীয়, নানা রকম অন্য কিছুই নাই।

১। দশ মহাবিদ্যা– কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

২। দশ অবতার– মৎস্য, কুর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরাম, বলরাম, বুদ্ধ, কল্কী।

৩। ব্রহ্মের দুই ভাব– নিত্য ও লীলা। নিত্য সাধন– গীতার ভাব, লীলার সাধন– ভাগবত।

৪। ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্।
নে মা বিদ্যুতো ভাতি কুতোহয়মগ্নি। (কঠ)
অর্থাৎ তথায় সূর্য্য কিরণ দেয়না, চন্দ্র তারাও নহে। এই বিদ্যুৎও সেই স্থানকে আলোকিত করিতে পারে না। সামান্য অগ্নির কথা আর কি?

৫। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ। (উপনিষদ)
মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া যাহা হইতে ফিরিয়া আসে।

৬। ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাক গচ্ছতি নো মনঃ

অর্থাৎ সেখানে চক্ষু যাইতে পারে না। বাক্যও যাইতে পারে না মনও নহে।

৭। অস্তি, ভাতি প্রিয়, অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ

৮। বেদশব্দে– ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও পরব্রহ্ম বুঝায়।

৯। "আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন
জাতানি জীবন্তি আনন্দেন প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি চ।"

আনন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূত সকল উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মা কর্তৃক জীবিত রহে এবং প্রলয় কালে আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাহাতে প্রবেশ করে।

প্রেম তত্ত্ব

১। সর্ব্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে।
যদ্ভাব বন্ধনং যুনোঃ স প্রেমা পরিকীর্ত্তিতঃ ॥

ধ্বংসের কারণ রহিয়াছে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে ধ্বংস রহিত, কিছুতেই ধ্বংস হইতেছে না, যুবক যুবতীর ভিতর এই প্রকারের যে ভাব বন্ধন, তাহার নাম প্রেম।

২। সংসারে পাঁচটি প্রেম আছে। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি শান্ত প্রেম, পিতামাতার প্রতি দাস্য প্রেম, ভ্রাতা ভগিনী কিংবা সমবয়সীর সহিত সখ্য প্রেম, পুত্র কন্যার সমন্ধে বাৎসল্য প্রেম, পতি পত্নীর মধ্যে মধুর প্রেম দেখা যায়। প্রকৃত প্রেম সম্বন্ধ নিয়াই জন্মিয়া থাকে।

পিতামাতাকে যেমন ভক্তি কর ভালবাস জগতের সকলকেই সেই ভাবে ভালবাসিতে থাক, সুতরাং গৃহেই শ্রীবৃন্দাবন লীলার কেন্দ্র। প্রেম প্রথমে গৃহে উদ্ধার কর তারপর জগতে ইহার বিস্তার কর।

শরীর তত্ত্ব

১। পঞ্চভূত– ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।
২। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়– চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক।
৩। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়– বাক (জিহ্বা), পাণি (হাত), পাদ (পা), পায়ু (মলদ্বার) উপস্থ (স্ত্রী বা পুরুষ চিহ্ন)
৪। পঞ্চ তন্মাত্র– শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ।
৫। পঞ্চভূত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র, প্রকৃতি, পুরুষ, বুদ্ধি, অহংকার ও মন–ইহাই পঞ্চ বিংশতি তত্ত্ব। – সাংখ্য মতে।
৬। ষড়রিপু– কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য।
৭। পঞ্চভূত লইয়া স্থুল দেহ গঠিত। মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার লইয়া সূক্ষ্ম দেহ গঠিত হয়
৮। আমরা যাহা দেখি, শুনি, ঘ্রাণ ও আস্বাদ লই, স্পর্শ করি তাহা এই পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হয়। ইন্দ্রিয়গুলি জিনিষ চিনে। তাহারা ভাল মন্দ জানে না। মন সকল ইন্দ্রিয়ের উপর আধিপত্য করে।
৯। অষ্টপাশ- ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শোক, জুগুপ্সা (নিন্দা), কুল, শীল, জাতি।
১০। জীবনমুক্তির পূর্ব্বে দয়াময় নামেতে শরীর সাধন পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং মানুষ অমরত্ব লাভ করিবে।
১১। সিদ্ধি বিদ্যার মূল ভিত্তি দেহ। দেহ ভাঙে না আছে এমন বস্তু জগতে নাই।

'ধর্ম্মোপদেশ'

১। বিদ্যার অহংকার, পন্ডিতের অহংকার, ধনের অহংকার এবং কুলের অহংকার থাকিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না।

২। যে যত চিন্তাশীল সে তত উন্নত। পশু চিন্তা করে না। ইষ্ট বা গুরু চিন্তাই প্রশস্ত। অন্য চিন্তা ক্ষতির কারণ।

৩। খাদ্যাখাদ্যের বিচার– উদরের পবিত্রতা অপেক্ষা মনের পবিত্রতা রক্ষা করাই অধিকতর শ্রেয়।

৪। যাচঞা কর– তোমাদিগকে দেওয়া হইবে। অন্বেষণ কর– পাইবে। দ্বারে আঘাত কর– তোমাদিগকে খুলিয়া দেওয়া হইবে।– যিশু।

৫। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য
 ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
দুর্ব্বল হৃদয় আত্মাকে লাভ করিতে পারে না, প্রচুর মেধা দ্বারাও তাহাকে লাভ করা যায় না। বহু শাস্ত্র জ্ঞানেও তাহাকে পাওয়া যায় না।

৬। তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা
 অমানিনা মান দেন কীর্ত্তনীয় সদা-হরি
তৃণের মত নীচ, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া সর্ব্বদা হরি নাম স্বরণ করিবে। (মহাপ্রভু)

৭। যৎ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।
যাহা অনন্ত তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই। সুতরাং যাহা অনন্ত তাহাই ধ্যান করিবে।

৮। মরণং বিন্দুপাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ
অতিরিক্ত বিন্দুপাত হইলে অল্পায়ু হয়। বীর্য্য ধারণ করিলে দীর্ঘায়ু হয়।

৯। শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাদীতা বরাদপি।
 অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রী রত্নং দুষ্কুলাদপি।
শুদ্ধা পূর্ব্বক নীচ ব্যক্তির নিকট হইতেও উত্তম বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি নীচ জাতির নিকট হইতেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মের অর্থাৎ মুক্তি মার্গের উপদেশ লইবে। নীচ কুল হইতেও বিবাহার্থ উত্তমা স্ত্রী গ্রহণ করিবে।

১০। উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
উঠ, জাগো, যত দিন না অভিপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ ততদিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইওনা।

১১। নৌকা নঙ্গর করিয়া শত ভর দিলেও যেমন নৌকা অগ্রসর হয় না তদ্রুপ সংসারে আসক্তি থাকিলে শত চেষ্টা করিলেও ধর্ম্ম জীবন অগ্রসর হয় না।

১২। সংসার যেমন নদী। জীবন নৌকা। প্রত্যেক কার্য্য দাড়। ভগবান– গম্যস্থান। জীবনে সৎকার্য্য করিয়া ভবসাগর পাড়ি দিয়া

ভগবানে উপস্থিত হও তবেই সার্থকতা হইল। ইহাই জীবনে কর্ত্তব্য ও লক্ষ্য।

১৩। যাহারা পতিপত্নী একত্রে বাস করেন তাহারাই গৃহী। পরমেশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। স্ত্রী স্বামীকে নারায়ন জ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করিবেন। স্বামীও স্ত্রীকে লক্ষ্মী ভাবিয়া ভক্তি আদর ও যত্ন লইবেন। অতিথিকে নারায়ন জ্ঞানে সেবা করিবেন।

১৪। জন্ম হইতে আজ পর্য্যন্ত যত কর্ম্ম আছে তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্ম বলে।

১৫। প্রবৃত্তি দ্বারাই কর্ম্ম হয়। যে কর্ম্ম ধর্ম্মের অনুকূল তাহাই করিবে। যাহা ধর্ম্মের প্রতিকূল তাহা পাপ জানিবে। কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম ক্ষয় হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম না করিলে আরও জড়াইয়া পড়িতে হয়।

১৬। সকল ধর্ম্মকে মর্য্যাদা দান করিবে। কারণ সকল ধর্ম্মের মূল তিনি। তিনি কাহাকে কিভাবে উদ্ধার করিবেন তাহা আমি কি জানি।

১৭। কর্ম্ম ছাড়িয়া দিলেই এবং ভিক্ষা করিয়া খাইলেই প্রকৃত বৈরাগ্য হয় না। ইন্দ্রিয়ের সকল বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়ার নামই বৈরাগ্য।

১৮। নিজকে কাঙ্গাল মনে করিবে। সকলকে ভক্তি করিবে। নতুবা অভিমান যায় না। অভিমান মানুষের ভয়ানক শত্রু। তদ্দরুণ– অনেক সাধকের পতন হয়।

১৯। প্রতিষ্ঠাকে শূকরের বিষ্ঠার তুল্য মনে করিবে, সাধনের অবস্থা লাভ হইলে বালক, পিশাচ ও উন্মত্তবৎ আবরণ দিয়া রাখিতে হয়। অহংকার আসিলে সর্ব্বনাশ।

২০। অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতিমানে চ কৌরবাঃ।
অতি দানে বলি বদ্ধ সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্।
অতি অহংকারের দরুণ লঙ্কাধিপতি রাবণ সবংশে ধ্বংস হয়। কৌরবগণও অভিমানের দরুণ সাকল্যে নিহত হয়। অতি দানের ফলে বলি রাজা বিপন্ন হয়। অতি অতি কোন কাজই ভাল নহে।

২১। মন্ত্রে, তীর্থে, দ্বিজে দেবে দৈবজ্ঞে ভেষজেগুরৌ
যা দৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।
মন্ত্র, তীর্থস্থান, ব্রাহ্মণ, দেবতা দৈবজ্ঞ (ভবিষ্যদ্বক্তা) ঔষধ ও গুরু ইহাদের বিষয়ে যে যেমন ধারণা করে সে তেমন ফল পায়।

২২। ন যাতু কামঃ কামানা মুপ ভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্তেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে
বাসনা বিষয় ভোগের দ্বারা কখনও প্রশমিত হয় না। ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন বর্দ্ধিত হয় বাসনাও সেরূপ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

২৩। ন চ বিদ্যা সমো বন্ধু ন চ ব্যাধি সমো রিপুঃ
ন চা পত্য সমঃ স্নেহো ন চ দৈবাৎপরম্ বলম্।
বিদ্যার সম বন্ধু নাই, ব্যাধির মত শত্রু নাই। সন্তান সম স্নেহ নাই, দৈব বল হইতে শ্রেষ্ঠ বল আর কিছু নাই।

২৪। জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত হইলেই মনে করিবে গীতার কর্ম্ম যোগ উপস্থিত হইয়াছে। আমিত্ব নষ্ট করিবার জন্য ভগবান সাধক জীবনে সংগ্রাম উপস্থিত করেন। তারপর জ্ঞান যোগ উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় দীনবন্ধু পতিত পাবন ডাকা ভিন্ন উপায় নাই।

২৫। বৃথা চিন্তায় অনিষ্ট হয়। ভগবানের চিন্তায় মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

২৬। ধূলি হইতে হইবে। মরা হইতে হইবে। জীবন্তে মরা হইতে হইবে। যতদিন অহং আছে ততদিন মাথার উপর পর্ব্বত আছে, বুঝিতে হইবে। আমি কিছুই নই, ভগবান যথা সর্ব্বস্ব। আমি তাঁহার দাসানুজ–আজ্ঞাবহ–ইহাই সর্ব্বোত্তম পথ।

২৭। দেহে ঘট স্থাপন কর। পূজা কর। পূজা না করিলে মা থাকেন না।

২৮। বৃথা কথা কহিও না। বাক্য সংযত কর, সত্য বল। সর্ব্বদা ভগবানের দিকে চেয়ে থাক কৃপা হবে। অমরত্ব লাভ করিবে।

২৯। স্ত্রীলোকের (যুবতী মেয়েদের) স্তন উঠিলে যেমন সতর্কে কাপড় দিয়া ঢাকিয়া রাখে, ভাব বাণী, দর্শন সম্পর্কে ও সাধকের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অপরকে বলিলে ক্ষতি হয়।

৩০। নারী জাতিকে যথাযোগ্য সম্মান না করিলে জাতির উন্নতি হয় না। মহারাষ্ট্রগণ নারী জাতির সম্মান করেন। এজন্য তাদের জাতির বড় বড় বীর জন্মগ্রহণ করেন। ইংরেজ নারী জাতির সম্মান করিয়া পৃথিবীতে বড় হইয়াছে। এক দ্রৌপদীর অপমানে ভারত এখনও জ্বলছে। স্ত্রীকে ভগবত শক্তি মনে করিয়া সম্মান করিবে। স্ত্রীও স্বামীকে নারায়ন জ্ঞানে পূজা করিবেন। ইহাই আদর্শ জীবন।

৩১। সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা দেখিলেও সহানুভূতি প্রকাশ করিবে। ভগবানের রাজ্যে দুইটি মানুষ একরূপ নহে। কিছু পার্থক্য আছে এবং তাহা থাকিবেই। নানা বিচিত্রতা ও বিভিন্নতার মধ্যে সুন্দর শৃঙ্খলা দেখিতে না পাইয়া লোকে গোলমাল করে। বাগানে যেমন নানা রকম গাছে এক সুন্দর শোভা বর্দ্ধন করে সংসারে তদ্রুপ বিভিন্ন লোকে এক সুন্দর শোভা করিতেছে। ঈশ্বর ইচ্ছাই সর্ব্বোত্তম ও মঙ্গল।

৩২। ধৈর্য্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির কারণ। অধীর হইলে লাভ নাই বরং অশান্তি বাড়ে।

৩৩। নাম ও ধ্যানই মোক্ষ সাধন। সর্ব্বতোভাবে প্রাণ মন শরীর তাঁহাতে সমর্পণ কর। তাঁহার পূর্ণ প্রেমের ঢেউ তোমার শরীর মনকে পবিত্র করিবে ও দেহ ব্রহ্মময় হইবে।

৩৪। জীবন দয়াময়ের চরণে অর্পণ করাই মানুষের একমাত্র সঙ্কট নিবারণের কার্য্য। অতএব সর্ব্বতোভাবে প্রাণ, মন, শরীর তাহাতে সমর্পণ কর তাহা হইলে তাঁহার পূর্ণ প্রেমের ঢেউ তোমার শরীর মনকে

পবিত্র করিবে ও দেহ ব্রহ্মময় হইবে। ইহাই সাধনের শেষ অবস্থা।

৩৫। একান্ত মনে সরল হৃদয়ে দয়াময়ের সাধন পূর্ণ করিবার জন্য দৃঢ়ভাবে দাড়াইয়া থাক। জগত প্রসন্ন হইয়া কোল দিবে।

৩৬। জীবন পথিক অহর্নিশ খাটিয়া মরিতেছে। মনের যোগ বাসনা মূলেই কার্য্য করিতেছে। ঈশ্বর প্রীতি ও জগতের হিতের নিমিত্ত কার্য্য করিবে। সংসার সুখ, ঐশ্বর্য্য অথবা কোন বৈষয়িক সম্পদের সঙ্কল্প মনে রাখিয়া বাঁচিতে চাইওনা বাঁচিবে ধর্ম্মের জন্য জগত মুক্তির নিমিত্ত।

৩৭। জীবের কল্যাণ তোমাদের শেষ সম্পদ।

৩৮। প্রার্থনার ভাব প্রাণের প্রধান সাধন।

৩৯। কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফল হেতু র্ভূর্মা তে সঙ্গোহস্তু কর্ম্মনি।
কেবলমাত্র কর্ম্মে তোমার অধিকার আছে। ফলে নহে। অতএব কর্ম্ম কর। কর্ম্ম ফলে যেন তোমার আসক্তি না হয়। কর্ম্ম-ত্যাগেও তোমার প্রবৃত্তি না হউক।

৪০। সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

সকল ধর্ম্মাধর্ম্মের অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব। অতএব শোক করিওনা।

বিবিধ

১। উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতু প্রথমে বিবাহ প্রথা সমাজে প্রচলন করেন। একদা কোন এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর মাকে হাতে ধরিয়া কোথায় লইয়া গেলেন। মাকে এরূপ ভাবে লইয়া যাওয়ায় শ্বেতকেতু বড়ই ক্রুদ্ধ হইয়া পিতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। উদ্দালক উত্তর দিলেন ব্রাহ্মণের মন সন্তুটির জন্যই তোমার মা তাহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছেন। শ্বেতকেতু এই ব্যভিচার দেখিয়া সমাজে অগ্রসর হইয়া বিবাহ প্রথা প্রচলন করেন। বিবাহ ৮ প্রকার– ব্রাহ্ম, দেব, আর্য্য, প্রাজাপত্য বিবাহ মন্বাদির প্রশংসিত। আসুর, রাক্ষস পৈশাচ, গান্ধর্ব্য বিবাহ নিকৃষ্ট স্তরের।

২। আজন্ম জায়তে শূদ্র সংস্কারা দ্বিজ উচ্যতে
বেদোপাঠী ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ
যে কোন কূলে জন্ম হইলেই শূদ্র বলা হয়। উপবীত ধারণ করিলেই দ্বিজ বুঝিবে। বেদপাঠ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞান হইলে বিপ্র বলা যাইতে পারে। পরব্রহ্মকে জানিতে পারিলে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে।

৩। দর্শন ছয়টি :– ন্যায়, বৈশেয়িক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত।

ন্যায়শাস্ত্রের– প্রণেতা– গৌতম।
বৈশেষিক– প্রণেতা–কনাদ।
সাংখ্য– প্রণেতা–কপিল।
পাতঞ্জল– প্রণেতা– পতঞ্জলী।
পূর্ব্ব মীমাংসা– প্রণেতা– জৈমিনি।
উত্তর মীমাংসা– প্রণেতা– বাদরায়ণ বা ব্যাসদেব।

৪। কতিপয় আর্য্যঋষিদের নাম।
কপিল, নারদ, বৈশিষ্ট, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক, মরিচি, অঙ্গিরা, অত্রি, পুলস্ত, পুলহ, ক্রতু, ব্যাস, শুকদেব, জৈমিনি, মৈত্রেয়, ভরদ্বাজ, কণ্ব, বাল্মীকি, শ্বেতকেতু, পরাশর, ঋষ্যশৃঙ্গ, দুর্ব্বাসা, গর্গ, চ্যবন, জরৎকারু, কশ্যপ, ভৃগু, জমদগ্নি, গৌতম, অচর, আলম্বায়ন, শাণ্ডিল্য, পতঞ্জলী, জাবালী, কানাদ, লোমশ, ধৌম্য, বামদেব, আস্তীক, দধিচি, অষ্ট বক্র, উদ্দালক, মার্কণ্ডেয়, অসিত, দেবল, বৈশম্পায়ন, সৌতি, মাণ্ডুক্য, মাতঙ্গ।

৫। কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পূণ্যবতী চতেন
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্তু তেষা যেষাং কুলে বৈষ্ণব নামধেয়ঃ।
যে বংশে বৈষ্ণব জন্ম গ্রহণ করেন সেই বংশ পবিত্র হয়। জননী কৃতার্থা হন বসুন্ধরা পুণ্যবতী হন পিতৃপুরুষগণ স্বর্গে নৃত্য করিতে থাকেন।

৬। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্পের দুর্লভাং
নৈবাসনাত্ কাময়তশ্চলিষ্যতে।
আমার শরীর, ত্বক, অস্থি, মাংস, ধ্বংস প্রাপ্ত হউক। বহু কল্পের দুর্লভ বোধিত্ব লাভ না করিয়া এই আসন হইতে চলিয়া যাইব না– (বুদ্ধদেবের অজয় সংকল্প)

৭। যথা খর চন্দন ভারবাহী
ভারস্য বেত্তা ন তু চন্দনস্য
চন্দন ভারবাহী গর্দ্দভ যেমন উহার ভারই বুঝিতে পারে চন্দনের গুন বুঝিতে পারেনা।

৮। বরমেকো গুণী পুত্রো ন চ মূর্খ শতেরপি
একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি ন চ তারা গনৈরপি।
শত মূর্খ পুত্রের চেয়ে একটি গুণী পুত্র শ্রেষ্ঠ। অসংখ্য তারা যে অন্ধকার দূর করিতে পারেনা এক চন্দ্র সমস্ত অন্ধকার দূর করিতে পারে।

৯। শ্রীনাথে জানকী নাথে অভেদঃপরমাত্মনি
তথাপি মম সর্ব্বস্য রামঃ কমললোচনঃ।
(হনুমান বলিতেছেন) লক্ষী পতি নারায়ন যিনি, সীতা পতি রামও তিনি। তথাপি কমল লোচন শ্রীরামচন্দ্রই আমার যথা সর্ব্বস্য।
(ইষ্ট নিষ্ঠা)

১০। শাস্ত্রে গৃহস্থের পক্ষে পঞ্চ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে।
১। দেব যজ্ঞ– উপাসনা, প্রার্থনা ও পূজা।
২। ঋষি যজ্ঞ– ধর্ম্ম গ্রন্থ পাঠ।
৩। রাজ যজ্ঞ– রাজকর দেওয়া।
৪। প্রাণি যজ্ঞ– প্রতিদিন পশু পক্ষী কীট, পতঙ্গকে কিছু খাইতে দেওয়া।
৫। আত্মা যজ্ঞ– মনুষ্য মাত্রেই কিছুনা কিছু দান করা ধর্ম্ম ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত।

১১। যুগের কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। তপস্যা প্রাধান্যের নাম সত্য যুগ। নীতির প্রাধান্যের নাম ত্রেতা যুগ। বলের প্রাধান্যের নাম দ্বাপর যুগ। ধনের প্রাধান্যের নাম কলিযুগ।

১২। আনন্দ প্রকৃতি। চন্দ্র, সূর্য্য, পর্ব্বত, সমুদ্র, বৃক্ষ, লতা, ফল, ফুল, পশু, পক্ষী সব আনন্দময়। মনুষ্যও যতটুকু স্বভাবে থাকে ততটুকু আনন্দ পায়। মনুষ্য স্বভাব যতই বৃদ্ধি পায় ততই আনন্দ বাড়ে। যাহারা পাপ কার্য্য ও পাপ চিন্তা করিয়া স্বভাবকে বিকৃত করিয়াছে তাহারা নিরানন্দ ভোগ করে।

১৩। জাতি– ঋষির বাক্য– সত্ত্ব, রজঃ তম।
গুণ ভেদে জাতির উৎপত্তি হইতে পারে। প্রকৃতি ভেদে জাতি হয়। যাঁহারা এক অস্তিত্ব সর্ব্বভূতে দর্শন করেন তাঁহারা পরমহংস। তাঁহাদের জাতি নাই। পঙ্ক-চন্দন যাঁহার নিকট সমান তাঁহার জাতি নাই।

হিংসা, মান, সম্ভ্রম যতদিন থাকিবে ততদিন জাতি অতিক্রম করিতে পারিবেনা।

১৪। মহাপ্রভু রঘুনাথ দাসকে মর্কট বৈরাগ্য ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। বাহিরে কর্ত্তা হইয়া ভিতরে অকর্ত্তা হইতে বলিয়াছিলেন। মর্কট বৈরাগ্য– যেমন আজ কৌপিন পড়িলাম, সংসার ছাড়িলাম, কাপড় ত্যাগ করিলাম, কিছুদিন পর আবার ধরিলাম।

১৫। পাপ কি? স্বভাবের বিপরীত কার্য্য। আধ্যাত্মিক পাপ– অপ্রেম, নিষ্ঠুরতা, নীচতা। মানসিক পাপ– কাম, ক্রোধ ইত্যাদি। সামাজিক পাপ– চুরি, ব্যভিচার ইত্যাদি। শারীরিক পাপ– রোগ।

১৬। অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, কন্যাদাতা তথৈবচ।
জনিতা চোপনেতা চ পঞ্চৈতে পিতরঃ স্মৃতাঃ।
অন্নদাতা, ভয়ত্রাতা, কন্যাদাতা অর্থাৎ শশুর, জন্মদাতা এবং উপনয়নকারী এই পাঁচজন পিতা বলিয়া অভিহিত।

১৭। আদৌ মাতা গুরু পত্নী ব্রাহ্মণী রাজ পত্নীকা
ধেনু ধাত্রী তথা পৃথ্যো সপ্তৈতা মাতরঃ স্মৃতাঃ।
প্রথমে মা, তৎপর গুরুপত্নী, ব্রাহ্মণী, রাজপত্নী, ধেনু, ধাত্রী এবং ভূমি এই ৭ জন মা।

১৮। শর্ব্বরী ভূষণং চন্দ্রো নারীনাং ভূষণং পতিঃ
পৃথিবী ভূষণং রাজা বিদ্যা সর্ব্বস্য ভূষণম্।

চন্দ্র রাত্রির ভূষণ, নারীদের ভূষণ পতি, পৃথিবীর ভূষণ রাজা, বিদ্যা সকলের ভূষণ।

১৯। পরলোক– পর শব্দে শ্রেষ্ঠ এবং লোক শব্দে স্থিতি বা মিলন বুঝায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মহান হইতে মহান। অনু হইতে অনু, পরমাত্মার সহিত মিলন বা একই ভাব প্রাপ্তির নাম পরলোক গমন। যাজ্ঞবল্ক জনককে বলিয়াছেন ব্রহ্মলোক কোন স্থান বিশেষের নাম নহে। কোন দ্রষ্টব্য পদার্থ নহে। যাহা লোক (মিলন) তাহাই ব্রহ্ম। পরলোক অর্থাৎ ব্রহ্ম সহ মিলন। ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপী। তাঁহার জীবরূপে প্রকাশিত অবস্থা–পূর্ব্বে যেমন অব্যক্ত– অদৃষ্ট– অনুপলব্ধ– প্রকটিতাবস্থা– মধ্যসময়ে যেমন ব্যক্ত। পুনরায় জীব দেহত্যাগে অন্তর্ধান বা মৃত্যু অদৃষ্ট, অনুপলব্ধ, অব্যক্ত–ইহাই বেদের মত।

২০। শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার– শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ ও মধ্বাচার্য্য। তাহারা দক্ষিণাত্য নিবাসী ছিলেন। (১) শঙ্করাচার্য্য ছিলেন অদ্বৈতবাদী। তিনি মহাদেবের আদেশে বেদের ভাষ্য লিখিয়াছিলেন। (২) রামানুজ বিশিষ্টা দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি শ্রীভাষ্যের রচয়িতা ছিলেন। বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ মতে জীব জড় এবং তাহাদের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর এই তিন তত্ত্ব আছে। (৩) মধ্বাচার্য্য– দ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২১। রামায়ণের কথা– ব্রহ্মার আদেশে বাল্মীকি ২৪ হাজার শ্লোক, ৫ শত সর্গ এবং উত্তর কাণ্ড সহ সপ্তখণ্ড রামায়ণ রচনা করেন। অব্যক্ত থেকে ব্রহ্মা, ব্রহ্মা হইতে মারীচ, কশ্যপ, বিবস্বান, মনু ও ইক্ষাকু। আরও ৪ পুরুষ পর পৃথু, ত্রিশঙ্কু, ধুন্ধুমার, যুবনাশ্ব, মান্ধাতা।

আরও ৪ পুরুষ পর সগর, অসমঞ্জ, অংশুমান, দিলীপ, ভগিরথ, কাকুস্থ, রঘু আরও ২ পুরুষ পর অম্বরীষ, নহুস, যযাতি নাভাগ, অজ ও দশরথ। দশরথের পুত্র রাম, লক্ষণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ইহাই সূর্য্য বংশের পরিচয়। সীতা, উর্ম্মিলা, মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তি দশরথের পুত্রবধু।

২২। মুনিবর বাল্মীকি পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন সম্প্রতি পৃথিবীতে কে আছেন যিনি গুণবান, বীর্যবান, ধর্ম্মজ্ঞ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত, বিদ্বান, সংযমী, প্রিয় দর্শন এবং নিষ্পাপ? নারদ উত্তর দিলেন– ইক্ষাকু বংশজাত দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র। সরযূতীরে অযোধ্যানগরে সগর বংশজাত রাজা দশরথ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ দরবারে সুমন্ত্র প্রভৃতি ৮জন মন্ত্রী ছিলেন এবং বশিষ্ট, বামদেব জাবালি, কশ্যপ, গৌতম ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। দশরথ অপুত্রক ছিলেন। পুত্রার্থে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। বসন্ত সমাগমে ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি যজ্ঞের যাজক নিযুক্ত হইলেন। যজ্ঞের চরু ভক্ষণ করিয়া দশরথ মহিষী কৈশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা– রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন চারি পুত্র পাইলেন।

২৩। ১৩৩৮ বাং ৯ই পৌষ–
শ্রী শ্রীকর্ত্তা মহারাজের প্রাণের কথা–
ক) যতদিন জগত থাকিবে ততদিন মিশনের মঙ্গল কামনা করিব।
খ) মিশনের কর্ম্মচারীদের উন্নতির জন্য আমি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব। তাহারা উত্তম রূপে গঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত আমার শান্তি নাই। আমি সর্ব্বদা তাহাদের পেছনে আছি।

২৪। অতিথি বালকশ্চৈব রাজা ভার্য্যা তথৈব চ
অস্তি নাস্তি লজ্জা নাস্তি দেহি দেহি পুনঃ পুনঃ।
অতিথি, বালক, রাজা ও ভার্য্যা সকলেই একই রকমের। আছে বা নাই একথা তাহারা শুনে না। তাহাদের লজ্জা নাই। কেবল "দাও দাও" এ কথাই শুনা যায়।